20-12-46

ছায়ানট পিক্‌চার্সের

উন্নততর জাতি-গঠন-মূলক চিত্র!

দুঃখে যাদের জীবন গড়া

পরিবেশক = ক্যালকাটা পিক্‌চার্স লিঃ

Choicest
JEWELLERY

For your selection, we have always a wide range of Finest Guinea Gold and Stone-Set Jewellery to offer. Individual design is also made to please your caprice.

Making Charges Moderate.

M.B. Sirkar & Sons

LEADING GUINEA GOLD JEWELLERS
AND DIAMOND MERCHANTS

124, 124/1, BOWBAZAR STREET, CALCUTTA. PHONE: B. B. 1761

COMARTS

ছায়ানট পিকচার্সের প্রথম নিবেদন

"দুঃখে যাদের জীবন গড়া"

ভূমিকায়

রেণুকা রায় (ই, টি), প্রভা, রাজলক্ষ্মী, বন্দনা
লীলা, বেলা, মায়া, হেনা, প্রীতিধারা, শৈল
অহীন্দ্র, জহর, সন্তোষ, রবি,
কানু বন্দ্যোঃ, নবদ্বীপ, ভুজঙ্গ,
শৈলেন পাল, কিরণ কুমার,
বানী বাবু, রায় চৌধুরী (এ্যাঃ),
হাজু বাবু, মনি শ্রীমানী,
বৃন্দাবন, হরেন প্রভৃতি।

কাহিনী, সংলাপ, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা :

হিমাদ্রী চৌধুরী

সঙ্গীত-পরিচালক :—আবদুল আহাদ্,
(শান্তি নিকেতনের প্রাক্তণ শিল্পী)

গীতিকার :—অমিয় বাগ্‌চী ও গুণময়

চিত্র-শিল্পী :—সুরেশ দাস
শব্দযন্ত্রী :—শিশির চাটার্জ্জি
রসায়নিক :—ধীরেন দাশগুপ্ত
সম্পাদনা :—রাজেন চৌধুরী
রবীন দাশ
শিল্প-নির্দ্দেশক :—সত্যেন রায় চৌধুরী
ব্যবস্থাপনা :—হরেন মুখার্জ্জি
অজিত সেন

★

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ২ গান

,, আমি শ্রাবণ আকাশে ,,
,, হৃদয় আমার নাচেরে ,,

★

সহকারী বৃন্দ :—

পরিচালনায় ... ... অতুল দাশগুপ্ত
চিত্রায়ণে ... ... অনিল গুপ্ত
ধীরেন শীল
সুবোধ ব্যানার্জ্জী
শব্দযন্ত্রে ... ... শম্ভু বোস
সম্পাদনায় ... গোবর্দ্ধন অধিকারী
অমিয় মুখার্জ্জি
রসায়ণে ... ... শম্ভু সাহা
ননী দাস
সামান্য রায়
সরল চ্যাটার্জ্জি
শিল্প-নির্দ্দেশে ... গৌর পোদ্দার
রমেশ অধিকারী

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে গৃহিত।

একমাত্র পরিবেশক :

ক্যালকাটা পিকচার্স লিমিটেড্

১৭২, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দুঃখে যাদের জীবন গড়া

(সারাংশ)

১৩৫০-এর-মহামন্বন্তরে বাঙ্‌লায় লক্ষ লক্ষ মানুষ মরেছিল অনাহারে—আর মরেছিল মানুষের মনুষ্যত্ব।

সেই প্রলয়-প্লাবনের ঢেউ এসে লাগল "ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়" দীঘল-গাঁ। গ্রামে,—যে দীঘল-গাঁ জমিদার নরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর সযত্ন সেবায় হয়ে উঠেছিল "ধন ধান্য পুষ্পে ভরা"। উচ্চ মূল্যের লোভ সংবরণ কর্ত্তে না পেরে অপরিনামদর্শী চাষারা নিজেদের গোলা শূন্য করে ধান চাল ভরে দেয় বিদেশী বেপারীদের নৌকা। অগৌনেই অন্নাভাব দেখা দিল। অনাহারে মৃতের এবং উপবাস ক্লিষ্ট কঙ্কালের সংখ্যা

বাড়্‌তে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে এল মড়ক, মহামারী। নরেন্দ্রনাথ বিচলিত হলেন—হাল সনের খাজনা মাফ করলেন; গোলার দ্বার খুলে দিলেন, চিকিৎসার জন্যে ডাক্তারখানা এবং নিরন্ন দুঃস্থদের আহার ও বাসের জন্যে দুঃস্থনিবাস প্রতিষ্ঠা করলেন। এই দুঃস্থ-নিবাস পরিচালনার ভার নিল তাঁর একমাত্র কন্যা অশোকা। আর চিকিৎসার ভার নিল নবাগত তরুণ ডাক্তার বিকাশ। তার এই দেশ সেবা হোল উপলক্ষ্য মাত্র—আসলে লক্ষ্য ছিল অশোকা।

এদিকে যা কিছু ধান চাল তখনও লোকের হাতে ছিল তার রপ্তানি বন্ধ করার জন্যে নরেন্দ্রনাথ বিদেশী বেপারীদের সব নৌকা তারিয়ে দিলেন। এগুলোর

মধ্যে তাঁর সহপাঠী বন্ধু ক'লকাতার ব্যাঙ্কার দীনবন্ধু গাঙ্গুলীর কয়েক খানা নৌকাও ছিল। মানুষের প্রাণের বিনিময়ে যে সব বিবেক বর্জ্জিত মানব শত্রু অর্থসঞ্চয়ে লিপ্ত ছিল এই দিনবন্ধু গাঙ্গুলী তাদের অন্যতম। বিতাড়িত হয়ে নৌকা ফিরে আসায় তার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। তাই নরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে তার মনে এল ভয়ানক আক্রোশ।

ছোট জমিদারীর স্বল্প আয়ের তুলনায় ব্যয় বেড়ে গেল বিপুল পরিমানে। অনতিবিলম্বে তাই অর্থাভাব দেখা দিল। নরেন্দ্রনাথ গেলেন দীনবন্ধু গাঙ্গুলীর ব্যাঙ্কে আমানতী টাকা তুলে আনতে। দীনবন্ধু প্রতিশোধের সুযোগ পেল। স্থায়ী আমানতের মায়াদ উত্তীর্ণ হয়নি বলে টাকা পাওয়া গেল না। দীঘল-গাঁর-জমিদারী বাঁধা রেখে দীনবন্ধু নরেন্দ্রনাথকে তিশহাজার টাকা ধার দিল। যথা সময়ে দেনা ও পরিশোধ করা হোল। আসল দলীল গোপন করে দীনবন্ধু একখানা জাল দলীল ছিড়ে ফেল্‌ল।

এই শঠতার স্বরূপ মূর্ত্তি প্রকাশ পেল সেই দিন, যেদিন আসল দলীলের সাহায্যে নোটিশ চেপে রেখে দীনবন্ধু এক তরফা ডিগ্রীলাভ করে এবং তারই বলে বন্ধকী জমিদারী নীলাম ও দখল করে। এই অপ্রত্যাশিত শঠতায় নরেন্দ্রনাথ অন্তরে তীব্র আঘাত পেলেন। দুর্ব্বল শরীরে দারুণ উত্তজনার মুখে তাঁর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু রাখহরির পক্ষে এ অন্যায়লব্ধ জমিদারী শাসন সম্ভব হোল না। প্রজাদের প্রতিকুলতায় সে এক পয়সাও খাজনা বাবদ আদায় কর্ত্তে পারল না। তার চিঠির পেয়ে দীনবন্ধুর পুত্র অসীমকে পাঠাল দীঘলগাঁ-এ। অসীম মেধাবী ছাত্র এম, এ পড়ে—কঠোর হস্তে জমিদারী শাসনের দাম্ভিকতা নিয়ে সে দীঘলগাঁ-এ এল।

দরিদ্রসেবায় উৎসর্গ কৃতপ্রাণ স্বর্গীয় নরেন্দ্রনাথ ও তাঁর কন্যা অশোকার মহত্ত্ব এবং নিজেদের ঘৃনিত উপায়ে জমিদারী প্রাপ্তির রহস্য জানতে পেরে তার মনে এল আত্মধিক্কার। সে আত্মপরিচয় গোপন করে অশোকার বাড়ীতে অতিথী সেজে গেল। নরেন্দ্রনাথের ইচ্ছানুযায়ী জমিদারীপ্রথা বিলোপের উদ্দেশ্যে দীনবন্ধুর কবল থেকে জমিদারী পুনরুদ্ধারের জন্যে অশোকা নিলাম রদের মামলা দায়ের করেছে। অসীম তাঁতে সাক্ষ্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিল। এবং তাঁহারই সাহায্যে সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে অশোকা মামলায় জিতল। এই বিরাট সাফল্যে অসীম ও অশোকার ভালবাসা হোল নিবিড়তর।

অশোকার প্রতি তার অনুরাগ অনুকুল সাড়া পায়নি; অধিকন্তু নবাগত ছদ্মবেশী অসীমের প্রতি অশোকার ঘনিষ্টতায় ডাঃ বিকাশের মনে হিংসার বিষ জমে উঠেছিল। অন্তরের গভীর ভালবাসা সত্ত্বেও অশোকা অসীমকে প্রত্যাখ্যান কর্ত্তে বাধ্য হোল। পিতার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ায় তার পিত্রালয়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়েছিল। পিতৃহন্তার পুত্র হওয়ার অপরাধে অশোকার বাড়ীতেও স্থান হোল না। অপরিসীম বেদনা মনে নিয়ে অসীম্ নীরবে এ বাড়ী ত্যাগ ক'রল।

কিন্তু ডাঃ বিকাশ শীঘ্রই বুঝতে পেল যে সে নয়, লাঞ্ছিত অসীমই এখনও অশোকার বাঞ্ছিত হয়ে আছে। দু'দিন পরে অকস্মাৎ জানা গেল যে দীঘলগাঁ-এরই কোন এক গৃহে অসীম কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মৃতপ্রায়। ডাঃ বিকাশকে অবিলম্বে পাঠান হোল। কলেরার আড়ালে আত্মগোপন করে এক ফোটা বিষ প্রয়োগে অসীমকে চীরতরে পথ থেকে সরিয়ে দিতে পারার সম্ভাবনায় ডাক্তার উৎফুল্ল হয়ে-উঠল। আশা-নিরাশায় ক্ষত বিক্ষত মন নিয়ে অশোকা—অসীমের আরোগ্য কামনায় কেঁদে আকুল।

ডাক্তার বিকাশের হীন প্রতি-হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ হোল কি? "দুঃখে যাদের জীবন গড়া" তাদের জীবনের অভিশাপ মুছে দিতে গিয়ে অসীম আর অশোকার জীবনে কি এল চির-বিচ্ছেদের অভিশাপ?

এই ব্যাকুল জিজ্ঞাসার উত্তর অঙ্কিত হয়েছে রূপালী চিত্রপটে।

সঙ্গীতাংশ

(১)

একি লিপিকা হোল লেখা আজি রাতে
গানে গানে সুরে সুরে আলো-ভাষাতে।
মধু ব্যাকুলতা ফেরে দিশি দেরিয়া
নূপুর ছন্দ জাগে রিন রিনিয়া
মনে মনে জ্বলে ঝলকে ঝলকে অগনন দীপিকা
পরাণে ছুঁয়ে গেল দখিনার বাণী
বকুলের আকুলতা নিশীথের কানাকানি।
মোর ভাবনার রূপ-ছায়া তলে
কোন সুন্দরের ছবি দোলে
ফুল সাজে সাজি শিহরি শিহরি কাঁপে মন বীথিকা।

—"গুণময়"।

(২)

সে কি ভুল?
তোমারি নয়নে দেখেছি আমার ছবি সে কি ভুল
নিশীথ স্বপন দোলায় আজিও হেরি, হেরি তব
রূপ অতুল।
পিয়াসী ফাল্গুন চৈতির ঝরা বনে
আমার এ প্রেম কি গো তাহারি সনে
পাওয়া-না-পাওয়ারি বেদনা দোলাতে-দুলিয়া
হবে আকুল।
তব ছলনার মায়া-তমসার তীরে
মোর কথাগুলি আজও মরে ফিরে।
বাদল ছোয়ানো কদমের শিহরণে
তুমি ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছ আমার বিফল স্বপনে
মরু-বালুকায় আজি ঝরে হায় কামনা-রাঙা ফুল।

—অমিয় বাগচি।

(৩)

হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মত নাচেরে
শত বরণের ভাব উচ্ছ্বাস
কলাপের মত করেছে বিকাশ
আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়া উল্লাসে কারে
যাচেরে।
ওগো নির্জ্জনে বকুল শাখায়
দোলায়কে আজি দুলিছে, দোদুল দুলিছে।
ঝরকে ঝরকে ঝরিছে বকুল
আঁচল আকাশে হতেছে আকুল
উড়িয়া অলক ঢাকিছে পলক কবরী খসিয়া খুলিছে।
ওগো নির্জ্জনে বকুল শাখায়
দোলায় কে আজি দুলিছে, দোদুল দুলিছে।
ঝরে ঘন ধারা নব পল্লবে
কাঁপিছে কাননে ঝিল্লির রবে
তীর ছাপি নদী কল কল্লোল এল পল্লীর কাছেরে।

—রবীন্দ্রনাথ।

(৪)

আমি শ্রাবণ আকাশে ঐ দিয়েছি পাতি মম
জল ছল-ছল আঁখি মেঘে মেঘে
বিরহ দিগন্ত পারায়ে অনিমেষে আছে জেগে।
যে গিয়াছে দেথার বাহিরে
আছে তারি উদ্দেশে চাহিরে
স্বপ্নে উড়িছে তারি কেশরাশি পুরব পবন বেগে
শ্যামল তমাল বনে
যে পথে সে চলে গিয়াছিল বিদায় গোধূলি ক্ষনে;
বেদনা জড়ায়ে আছে
তারি ঘাসে কাঁপে নিঃশ্বাসে
সেই বারে বারে ফিরে ফিরে চাওয়া
ছায়ায় রয়েছে লেগে।

—রবিন্দ্রনাথ।

শ্রীফনীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক মডর্ন এডভার্টাজিং চেম্বারএর তরফ হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
এবং জুভেনাইল আর্ট প্রেস ৮৩ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে জি. সি, রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত

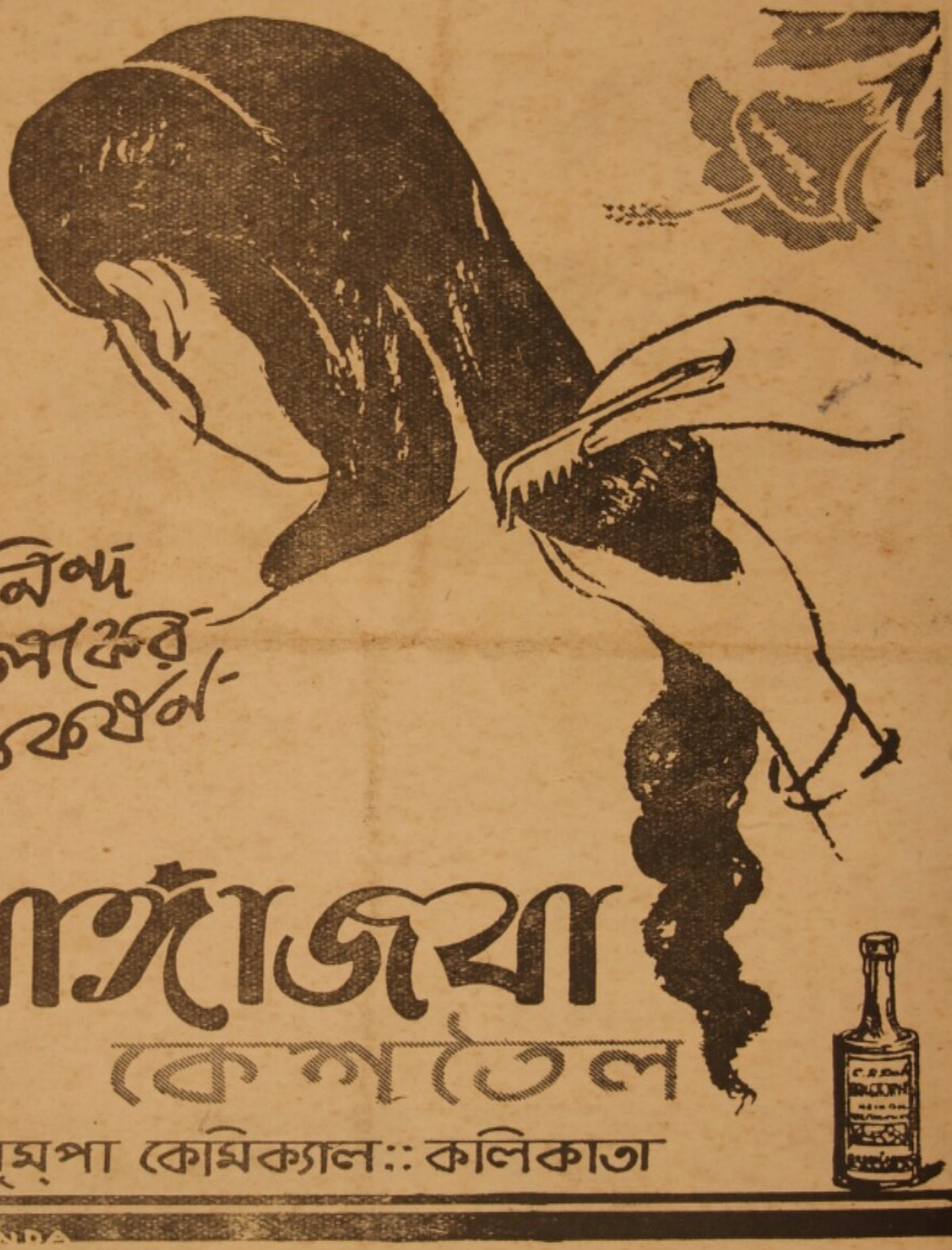

অনিন্দ্য অলকের আকর্ষণ
রাঙাজবা
কেশতৈল
অনুম্পা কেমিক্যাল :: কলিকাতা
NALANDA